স্বরাজ্যদলের কীর্ত্তি।

স্বরাজ্যদলের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে আনন্দবাজার পত্রিকা,
বসুমতী, সোণার বাঙ্গলা প্রভৃতি

সংবাদপত্রের মতামত।
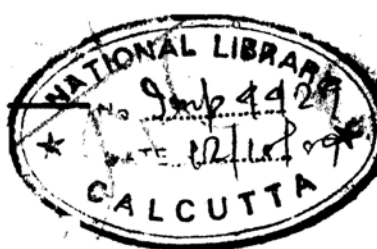
শ্রীযতীন্দ্রনাথ মজুমদার কর্ত্তৃক
সঙ্কলিত।

মৌলভী কে, এম, হেলাল কর্ত্তৃক
কলিকাতা, ৯নং এণ্টনিবাগান লেন হইতে
প্রকাশিত।

কলিকাতা, ৬নং কলেজ-স্কোয়ার সাম্য-প্রেস হইতে
শ্রীউপেন্দ্রনাথ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

স্বরাজ্যদলের কীর্ত্তি

কংগ্রেসের মিলন।

(আনন্দবাজার পত্রিকা—২১শে ভাদ্র, ১৩৩০ সাল)

কংগ্রেসের নির্দ্ধারণের বিরুদ্ধে স্বয়ং কংগ্রেসের সভাপতির সদলবলে বিদ্রোহ ও অবজ্ঞার ফলে ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের কংগ্রেসী রাষ্ট্রক্ষেত্রে যে বিক্ষোভ উপস্থিত হয়, তাহারই ফল দিল্লীর বিশেষ-কংগ্রেস। যতই দিন গিয়াছে, ততই মিলন-পন্থীদের প্রশ্রয়ে বিদ্রোহ অধিকতর দুর্ব্বিনীত ও উচ্ছৃঙ্খল হইয়াছে। কংগ্রেসীদল বিদ্রোহীদলকে পূর্ণরূপে উপেক্ষা করিয়া কার্য্য করিতে পারেন নাই, মিলনপন্থীরা ঐক্যের দোহাই দিয়া বাধা দিয়াছেন; বিদ্রোহীদল এলাহাবাদ হইতে নাগপুর পর্য্যন্ত সর্ব্বত্রই যাহা খুসী তাহাই করিয়াছেন, কেন না, মধ্যপন্থীরা প্রশ্রয় দিয়াছেন। মিলনপন্থী বনাম মধ্যপন্থীদের অনিশ্চয়াত্মিকা বুদ্ধি অবশেষে পথ না পাইয়া বিশেষ-কংগ্রেসকে দেশের সম্মুখে উপস্থিত করিয়াছে।

বিশেষ-কংগ্রেসে কংগ্রেসীদলকে আহ্বান করিয়া বলা হইতেছে,—তোমরা বিদ্রোহের নিকট মাথা নত কর। অসহযোগ-নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মপদ্ধতি বলিতে কেবল নাগপুর বা গয়া-নির্দ্ধারণ বুঝাইবে না,—অতঃপর বড় বড়

নেতারা যখন যাহা বলিবেন এবং করিতে চাহিবেন, তাহাই অসহযোগ বলিয়া গ্রহণ করিতে প্রস্তুত হও। অর্থাৎ আপাততঃ কাউন্সিলে প্রবেশ করিলে যে অসহযোগ বজায় থাকে, ইহা স্বীকার করিয়া লও,—আর সব পরে পাওয়া যাইবে, ইহাই আপোষের সর্ত্ত! * * * *

অনমনীয় নেতৃত্বাভিমান গয়া-কংগ্রেসে যেভাবে ভীতিপ্রদর্শন করিয়া কার্য্যসিদ্ধি করিতে চাহিয়াছিল, যদি দিল্লীতেও সেই পন্থাই অবলম্বন করে, তাহা হইলে কি ফল দাঁড়াইবে, তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছি না।

দিল্লীতে বিজয়।

(বসুমতী—১৪ই আশ্বিন, ১৩৩০ সাল)

স্বরাজ্যদল দিল্লীতে কংগ্রেসের অধিবেশনে যে বিজয় লাভ করিয়াছেন, তাহার দুন্দুভিনাদের মধ্যেই শুনা গিয়াছিল, তাঁহাদের কৃতকার্য্যের চেষ্টা সত্যাগ্রহীর উপযুক্ত হয় নাই! দিল্লী হইতে 'ষ্টেটস্‌ম্যান' পত্রের সংবাদ-দাতা তার করিয়াছিলেন, স্বরাজ্যদল বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ের বহু বাঙ্গালী ছাত্রকে প্রতিনিধি সাজাইয়া দিল্লীতে লইয়া গিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে অপরের নামে পাচার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

স্বরাজ্যদলের পক্ষ হইতে ইহার কোন প্রতিবাদ হয় নাই। কেবল সেই দলের একখানি পত্র বলিয়াছিলেন, যে সব সংবাদপত্র 'ষ্টেটস্‌ম্যানে'র কথায় বিশ্বাস করেন, তাঁহাদের "মৃত্যু ভাল।" একথা অবশ্য প্রতিবাদ নহে। যদি 'ষ্টেটস্‌ম্যানের' সংবাদদাতার কথা মিথ্যা হয়, তাহার প্রতিবাদ করাই স্বরাজ্যদলের কর্ত্তব্য ছিল। সংবাদদাতা বলিয়াছেন, তাঁহার পুত্রকেও বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয় হইতে লইয়া যাওয়া হইয়াছিল। যে সব সংবাদপত্র

ভদ্র-সমাজের সাধারণ শিষ্টাচারও পদদলিত করিয়া প্রতি পক্ষের পূর্ব্ব-পুরুষের উল্লেখ করে, সে সব পত্রও সে কথার প্রতিবাদ করিতে সাহস করে নাই।

এবার ষ্টেটস্‌ম্যানের "ভারতীয় লেখক" কথাটা বিশদ করিয়া বিবৃত করিয়াছেন।

তিনি বলেন, স্বরাজ্যদল বাঙ্গালার ব্যবস্থাপক সভাবিরোধী প্রতিনিধি-দিগকে কংগ্রেসে থাকিবার অধিকারে বঞ্চিত করিয়াছিলেন। তবুও বাঙ্গালার জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে লোকাভাব হয় নাই। যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা কাহারা এবং কে কিরূপে তাঁহাদিগকে নির্ব্বাচিত করিয়াছিলেন? বলা বাহুল্য, দিল্লীতে বাঙ্গালার প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটীসম্বন্ধে রায় প্রকাশের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত কমিটীর কর্ত্তা ছিলেন—ব্যবস্থাপকসভাবর্জ্জন-পক্ষপাতীরা। তাঁহাদের নির্ব্বাচিত সব প্রতিনিধিকেই কংগ্রেস ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। তবুও এত লোক বাঙ্গালার জন্য নির্দ্দিষ্ট স্থানে ছিলেন কেমন করিয়া? শ্রীযুত ভূপতি মজুমদার বা স্বরাজ্যদলের আর কেহই ষ্টেটস্‌ম্যানের সংবাদ-দাতার কথার প্রতিবাদ করিতে পারেন নাই। কাজেই তাঁহার কথা সত্য বলিয়া ধরিয়া লওয়া যায়। আর তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয়, দাশ মহাশয় ও তাঁহার দল জগতে বাঙ্গালাকে হতজ্ঞান করিয়াছেন। Have humiliated Bengal before the world.

তাহার পর অভিযোগ—

দিল্লীতে স্বরাজ্যদলের সমর্থন জন্য যে সব বাঙ্গালী প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন, তাঁহারা অনেকে কংগ্রেসের সদস্য নহেন—কেহ কেহ নাম গোপন করিয়া, পরের নামে পরিচিত হইয়াছিলেন! হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের "চৌধুরী" উপাধিধারী কোন বাঙ্গালী ছাত্র "বিশ্বাস" বলিয়া পরিচিত হয়। অপর-পক্ষ তাহাকে অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি ডাক্তার আন্সারীর কাছে

হাজির করিয়া দিয়াছিলেন। কেবল তাহাই নহে—নাগোয়ার একজন নাপিতকেও বাঙ্গালার প্রতিনিধিদিগের মধ্যে দেখা গিয়াছিল। সে বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেদের ক্ষৌরকার্য্য করিয়া থাকে। ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় নামক বাঙ্গালী যুবকের সহিত কি স্বরাজ্যদলের কোন সম্বন্ধ নাই? যদি না থাকে, তাঁহারা সে কথা স্পষ্ট করিয়া বলুন! ধীরেন্দ্র কি বারাণসীতে যাইয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে দিল্লীতে কংগ্রেসের অধিবেশনে লইয়া যাইবার চেষ্টা করেন নাই? স্বরাজ্যদল কি অস্বীকার করিতে পারেন যে, ধীরেন্দ্র স্বরাজ্যদলের তহবিল হইতে হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ৬০ জন ছাত্রের বারাণসী হইতে দিল্লী যাইবার ও দিল্লী হইতে বারাণসীতে ফিরিবার রেলভাড়া দিয়াছিল? সে কি তাহাদিগকে আশ্বাস দেয় নাই যে, দিল্লী হইতে ভাড়া দিয়া তাহাদিগকে আগ্রায় তাজমহলও দেখাইয়া আনা হইবে? তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ কি আগ্রায় যায় নাই? আর এ কথাও কি সত্য নহে যে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ টাকা হারাইয়া আগ্রা কলেজের অধ্যাপক শ্রীযুত নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের নিকট হইতে ৮০ টাকা ধার লইয়াছিল?

এ সব কথা যদি সত্য হয়, তবে স্বরাজ্যদলের এই কলঙ্ক সপ্তসিন্ধুর জলেও বিধৌত হইবে না। তাহা হইলে স্বীকার করিতেই হইবে—তাঁহারা অনাচারের তাজমহল রচনা করিয়াছেন। তাঁহারা মহাত্মা গন্ধীর সদাচারপূত কংগ্রেসে দুর্নীতির প্রবাহ প্রবাহিত করিয়াছিলেন।

স্বরাজ্যদলের বারাণসীর আমমোক্তার ধীরেন্দ্র এই সব ছেলেকে দিল্লীতে লইয়া গিয়াছিলেন। ইহাদের অনেকে সাহিত্য-শ্রেণীর ছাত্র—তাহারা কলেজের হুদ্দায় বাস করে না।

দিল্লীতে যখন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ৬০ জন ছাত্রকে বলা হয়, তাহাদিগকে অপরের নাম লইয়া ভোট দিতে হইবে, তখনই গোল হইল।

তাহাদিগকে সে কথা বলা হইলে তাহারা এই অনাচার অনুষ্ঠানে অসম্মত হইয়া, বাঙ্গালী প্রতিনিধিদিগের বাসস্থান ত্যাগ করে। ধীরেন্দ্রনাথ তাহাদিগকে শান্ত করিবার জন্য করোনেশন হোটেলেও গিয়াছিল। তথায় সে "ষ্টেটস্‌ম্যানের" লেখকের পুত্রকে কাতরভাবে অনুরোধ করে, তাহার পিতা যেন এ সব কেলেঙ্কারী প্রকাশ করিয়া না দেন।

২ বৎসর পূর্ব্বে যখন অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দিয়া বাগাপোষ-পরা চিত্তরঞ্জন দাশ বাঙ্গালীর ছেলেদের মঙ্গলের জন্য তাঁহাদিগকে বিশ্ববিদ্যালয় ত্যাগ করিয়া আসিতে বলিয়াছিলেন—যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চ্যান্সেলার জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, তিনি ছেলেদের শিক্ষার ও চরিত্রগঠনের কোন আদর্শ স্বগৃহে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন,—তখন আর এখন? আজ কি বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেদের এই অনাচারের বিষয় তিনি অবগত ছিলেন না?

এ কি সত্য?

স্বরাজ্যদল ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ সম্বন্ধে কংগ্রেসের অনুমতি পাইয়াছেন। যখন মওলানা মহম্মদ আলী, বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ প্রভৃতি' ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের বিরোধী হইয়াও মিলনের জন্য স্বরাজ্যদলের আব্দার রক্ষা করিয়াছেন—ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশের সম্মতির প্রস্তাবে সম্মতি দিয়াছেন, তখন বোধ হয়, কংগ্রেসে সে প্রস্তাব গৃহীত হইতই। তবুও—যদি ভয়ের কোন কারণ থাকিয়া থাকে, তাহা নির্ম্মূল হইয়াছিল বাঙ্গালার প্রায় তিন শত প্রতিনিধির অধিকার অস্বীকার করিয়া তাঁহাদের নির্ব্বাচন অসিদ্ধ বলিয়া প্রকাশ করায়। হয়ত সত্যসত্যই মিলনের জন্য এ বিষয়ে নিয়ম বহির্ভূত কোন কাজ করা হয় নাই বলিয়াই নেতারা মনে করিয়াছেন। কিন্তু সে বিষয়ে মতভেদের অবকাশ যে নাই, এমন নহে।

শুনিয়াছি, কলিকাতায় স্বরাজ্যদল তার করিয়াছিলেন, "আরও দুই শত

প্রতিনিধি পাঠাও।" যেন প্রতিনিধি যে সে হইতে পারে; এই প্রতিনিধি-নির্ব্বাচন-ব্যাপার লইয়া 'ষ্টেটস্‌ম্যানের' "বিশেষ সংবাদদাতা" যে সংবাদ দিয়াছেন, তাহা যদি সত্য হয়, তবে তাহা কখনই দাশ-দলের পক্ষে গৌর-বের নহে। আমরা নিম্নে তাহার সার সংগ্রহ করিয়া দিলাম :—

"(দিল্লীতে কেবলই শুনা গিয়াছিল—স্বরাজ্যদল কাশীতে, এলাহা-বাদে, কানপুরে ও আগ্রায় বাঙ্গালীদিগের মধ্যে প্রতিনিধি সংগ্রহ করিতে বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন! অনুসন্ধান ফলে যাহা জানা গিয়াছে, তাহা লজ্জাজনক (an extraordinarily scandalous state of things) বারাণসীর বহু বাঙ্গালীকে দিল্লীতে বাঙ্গালী প্রতিনিধির দলে দেখা গিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে অনেকে নিরক্ষর ."

তাহার পর অনুসন্ধানে 'ষ্টেটস্‌ম্যানের' সংবাদদাতা জানিতে পারেন, যে উপায়ে প্রতিনিধি সংগ্রহ করা হইয়াছে, তাহা নিন্দনীয়। ১৬ই সেপ্টেম্বরের অধিবেশন শেষ হইলে সংবাদদাতা দেখেন, তাঁহার পুত্র মণ্ডপের বাহিরে কয়জন বাঙ্গালীর সঙ্গে দাঁড়াইয়া আছে! ছেলেটী বারাণসী হিন্দু বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র। সে তাহার পিতার সঙ্গে তাঁহার হোটেলে গেল এবং যাহা বলিল, তাহা প্রকাণ্ড বিস্ময়কর। জানা যায়, বন্দ্যোপাধ্যায় উপাধিধারী কোন লোক স্বরাজ্যদলের লোক বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া বারাণসী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগকে কংগ্রেসে যাইতে বলিতেছিল। কয়দিন পূর্ব্বে এক শত বালকের নাম লিখিয়া লওয়া হয় ও ছাত্রদিগকে বলা হয়, তাহাদিগকে কংগ্রেসের মেম্বর করিয়া লওয়া হইয়াছে, যথাকালে প্রতিনিধি করা হইবে। শনিবারে বন্দ্যোপাধ্যায় কলেজগুলিতে যাইয়া ৬০ জনেরও অধিক ছাত্রকে দিল্লীতে লইয়া যাইবার ব্যবস্থা করে। তাহাদের রেলভাড়া দেওয়া হয় এবং তাহারা পরের পয়সা উড়াইবার সুযোগ পাইয়া দিল্লীতে যায়।

তাহার পর যখন তাহারা দিল্লীতে উপস্থিত হয়, তখন তাহাদিগকে বলা

হয়, কোন কারণে তাহাদিগকে প্রতিনিধি বলা যাইবে না বটে, কিন্তু তাহারা ডেলিগেটের চিহ্ন পাইবে এবং যদি দরকার হয়, তবে ভোট দিবার জন্য তাহাদিগকে কার্ডও দেওয়া হইবে। তবে তাহারা অপরের নামে ভোট দিবে।

বালকরা এই অনাচারে অসম্মত হয়। যে বাড়ীতে তাহাদিগের থাকিবার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল, তাহারা সে বাড়ী ত্যাগ করিয়া করোনেশন হোটেলে চলিয়া আইসে। অনেকের কাছে পয়সা না থাকায় তাহাদিগকে অনাহারে থাকিতে হইয়াছিল।

ফিরিবার পয়সা না থাকায় বালকরা বাধ্য হইয়া বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছ হইতে পয়সা লইয়াছে, কিন্তু বলিয়াছে, সব ফিরাইয়া দিবে।

'ষ্টেটস্‌ম্যানে'র সংবাদদাতা বলিতেছেন, বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্ররা কলেজের মধ্যেই বাস করে। সেরূপ অবস্থায় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস্‌চান্সেলার মদনমোহন মালব্য দিল্লীতে উপস্থিত থাকিতে এত ছাত্র কেমন করিয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দিল্লীতে গিয়াছিল? তবে বিশ্বকর্ম্মা পূজার জন্য বুধবার পর্য্যন্ত কলেজ বন্ধ ছিল।

কংগ্রেসের অধিবেশন আরব্ধ হওয়ার প্রায় ১৫ দিন পূর্ব্বে আমরা কাশী হইতে সংবাদ পাইয়াছিলাম, ধীরেন্দ্রনাথ নামক স্বরাজ্যদলের কোন চেলা বারাণসীতে যাইয়া বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ছাত্রদিগকে দিল্লীতে লইয়া যাইবার প্রস্তাব লইয়া পণ্ডিতজীর সঙ্গে পরামর্শ করিতেছিলেন।

আমরা সে কথায় প্রত্যয় স্থাপন করিতে পারি নাই। কিন্তু 'ষ্টেটস্‌ম্যানের' সংবাদদাতা যে "বারতা—যে অদ্ভুত বারতা" প্রকাশ করিলেন, তাহা যদি সত্য হয়, তবে কি মনে করিব?

সংবাদদাতা এমন কথাও বলিয়াছেন যে, একজন ছাত্র "চৌধুরী"-পুত্র হইলেও "বিশ্বাস" বলিয়া পরিচিত হইয়াছিল।

শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশ বা তাঁহার সহকর্ম্মীরা যে ভোট বাড়াইবার জন্য এমন ভাবে ছেলেদের লইয়া যাইবেন এবং তাহাদিগকে অপরের নামে চালাইবার চেষ্টা করিবেন, এমন কথা মনে করিতেও লজ্জা হয়। কিন্তু "ষ্টেটস্‌ম্যানের" সংবাদদাতা যেরূপ দৃঢ়ভাবে এ কথা বলিয়াছেন, তাহাতে তাহার প্রতিবাদ না হওয়া পর্য্যন্ত দেশের লোক কি মনে করিবে?

কলিকাতায় আরও একটা কথা শুনা যাইতেছে। মদনমোহন যখন বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির বিতর্ক বিচার করেন, তখন তিনি নাকি দেখিয়াছিলেন, ২ জন মাত্র লোকের স্বাক্ষরিত পত্রের উপর নির্ভর করিয়া স্বরাজ্যদল নূতন সভা করিয়াছিলেন। ২ জনের স্বাক্ষরে সভা আহূত হইতে পারে না বলায়, নাকি উত্তর দেওয়া হয়, ঐ ২ জনকে স্বাক্ষর করিবার জন্য ২৫ জন অনুমতি দিয়াছিলেন। তিনি সেই অনুমতি-পত্র দেখিতে চাহিলে যে পত্র দাখিল করা হয়, জিতেন্দ্রলাল বন্দোপাধ্যায় তাহার স্বাক্ষর প্রকৃত নহে বলিয়া মত প্রকাশ করেন। দাশ মহাশয় তখন সে পত্রখানি তুলিয়া লইয়াছিলেন।

গাঁধি-কংগ্রেসের সমাধি।

(সোণার বাঙ্গলা—৫ই আশ্বিন, ১৩৩০)

শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দাশ দিল্লীতে কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে জয়ী হইয়াছেন। ভারতের জাতীয়তার ইতিহাসে এই জয়ের অর্থ—গাঁধি-কংগ্রেসের সমাধি।

মহাত্মা গাঁধি ভারতের বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে এক বিপুল রাজনৈতিক আশা ও বিশ্বাসের উদ্বোধন করিয়া সমগ্র দেশকে এক মহাসঙ্ঘে সংগঠিত করিয়া তুলিতেছিলেন, দিল্লীতে তাহার মূলে কুঠারাঘাত

করা হইয়াছে। "তুমি যাও পূবে, আমি যাই পশ্চিমে, এস আমরা হাত ধরাধরি করিয়া এক পথে চলি—" এইরূপ উক্তি উন্মত্তের পক্ষেই সম্ভব হয়। আর সম্ভব হয় তাহারই পক্ষে যে সহযাত্রীকে বিভ্রান্ত করিতে চাহে।

গাঁধির কংগ্রেস ভারতীয় জনমণ্ডলের কংগ্রেস। দাশ মহাশয়ের দল গয়াতে জনমতের অনুগত হইতে পারেন নাই, স্বমতের প্রাবল্যে স্ব-তন্ত্রী হইয়াছিলেন, গোষ্টিবদ্ধ একতার অনুসারী হইবার পক্ষে যে মনোভাবের প্রয়োজন, তাঁহাদের মধ্যে সে ভাবের অভাব সর্ব্বদাই অতি সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। গয়ার কংগ্রেসে তাঁহারা জনমতকে স্বপক্ষে আনিতে না পারিয়া দিল্লীর বিশেষ অধিবেশনে স্ব-মতকেই জনমতের স্কন্ধে চাপাইয়া দিয়াছেন। কেবল দলভঙ্গ হইবার আশঙ্কায় ও দাশ মহাশয়ের তর্জ্জনে, বিশেষ অধিবেশনে গাঁধি-কংগ্রেসের মূলনীতি পরিহার করা হইয়াছে; দাশ মহাশয় জনমতকে স্বমতে আনিতে পারেন নাই, স্বমতকেই প্রবল করিয়া তুলিবার সুযোগ লাভ করিয়া সফল হইয়াছেন। দিল্লীতে গাঁধি-কংগ্রেসে জনমত বিধ্বস্ত হইয়াছে।

গাঁধি-কংগ্রেসের ধ্বংশ ও গঠনমূলক সঙ্কল্প সাধনের প্রয়াস কার্য্যত: উপেক্ষিত হইয়াছে। দাশ নেহেরুর মুখে অ-সহযোগে অনাস্থা প্রকাশ, অহিংসাবাদের বিরুদ্ধে মত প্রকাশ, পূর্ব্বকংগ্রেসের সংকল্পিত কার্য্য সাধনে ঔদাসীন্য, এই সকলই গাঁধি-কংগ্রেসের যাহা প্রাণ, তাহারই উপরে আঘাত করিয়াছে, অ-সহযোগ আন্দোলনের সাধ্য ও সাধনাকে অস্বীকার ও নিষ্ফল করিয়াছে।

মহাত্মা গাঁধি ভারতের এই জাতীয় আন্দোলনকে, এই দেশের প্রকৃতি অনুযায়ী, ধর্ম্মসাধনার উচ্চস্তরে উন্নীত করিয়াছিলেন। দাশ নেহেরু প্রভৃতি ব্যবহারজীবী দেশনেতার হাতে পড়িয়া এই আন্দোলনের মত ও

কর্ম্মের ভিতরে যে শুদ্ধতা ছিল, যে মহত্ত্ব ছিল, যে বিশ্বাস ও আশার স্থল ছিল, তাহা বিনষ্ট হইয়াছে। অভিসন্ধি ও মতে যে সকল রাজনৈতিক চাল-বাজি এবং ভোটের ব্যাপারে যে সকল হীন ষড়যন্ত্র ও কল-কৌশলের কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহাতে দিল্লীর বিশেষ অধিবেশনে দাশ-পন্থীদিগের কম্মে গাঁধি-কংগ্রেসের ধর্ম্মচ্যুতি হইয়াছে।

সাধ্যাসাধ্য চিন্তাকে বর্জ্জন করিয়া কেবল মৌখিক আড়ম্বর ও স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিতে চাহে তাহারাই, বাস্তবিক কাজ করিবার ইচ্ছা যাহাদের মনের কোণেও নাই, সংকল্প গ্রহণে যাহারা কোনও দায়িত্বই বোধ করে না। মহাত্মা গাঁধির স্থলে আজ ইহাঁরাই দেশের জন-নায়ক। এই নায়কদের হস্তে দিল্লীর ম-াসমাধিক্ষেত্রে গাঁধি-কংগ্রেসের মৃত্যু হইয়াছে।

'যখন যেমন তখন তেমন' রাজনৈতিক ব্যাপারে এই নীতির একটা স্থান আছে তাহা আমরা অস্বীকার করি না। কিন্তু কোনও অনুষ্ঠানের মৌলিক বিষয় লইয়া এই নীতিতে চলিলে অবিলম্বেই উহার বিনাশ সাধন করা হয়। আর এক কথা এই যে, মূল বিষয় সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ও সুদৃঢ় ধারণা থাকা একান্ত আবশ্যক। দাশ নেহেরুর হাতে পাড়য়া কংগ্রেসের তরণী এক্ষণে কোন্ মুহূর্ত্তে কোথায় যাইয়া ভিড়িবে, বলা কঠিন হইয়াছে। 'স্বরাজ' অর্থ কি, এতদিন পর কোকনদে তাহার মীমাংসা হইবে; কংগ্রে-সের কর্ম্মপদ্ধতি কোন্ পথে চলিবে, অতঃপর তাহারও মীমাংসার আবশ্যক হইয়াছে। আসল কথা এই, নেতৃহীন কংগ্রেস দিশাহারা হইয়া চলিয়াছে, কতিপয় কর্ত্তার দাপটে জনমত স্তব্ধ হইয়া গিয়াছে। যে দাশ মহাশয় জনমতের নাম লইয়া একাদন কতই না গর্জ্জন করিয়াছেন, আজ তিনিই জনমতকে নির্ব্বাক্ করিয়াছেন!

স্বরাজ্যদলের নীতি।

(স্বরাজ—৭ই কার্ত্তিক, ১৩৩০ সাল)।

আমাদের দেশের একদল রাজনৈতিক মনে করেন যে, তাঁহাদের রাজনৈতিক দলের গোড়ায় যত গলদই থাকুক না কেন, তাহা লোকচক্ষুর অন্তরালেই আছে, আর তাঁহারা ঐ গলদ লইয়াই কেবল মৌখিক সত্যের দোহাই দিয়া জাতির মুক্তি ক্রয় করিবেন। কিন্তু জগতে ক্রয়-বিক্রয়ের একটা মূল নীতি আছে, তাহা জাগতিক নিয়ম মানিয়াই চলে। তাহা হইতেছে, খাঁটি জিনিষ পাইতে হইলে মূল্য খাঁটিই দিতে হইবে। কম মূল্যে জিনিষ এখানে বিকায় না—উচিৎ মূল্যে বিকায়।

আমাদের দেশের লোকের সাধ স্বরাজ লাভ করা। স্বরাজ মিথ্যা বস্তু নহে। স্বরাজ লাভের উপায়ও মিথ্যা দ্বারা মণ্ডিত হইলে চলিবে না। অথচ আশ্চর্য্য, যাঁহারা কথায় কথায় অপরের মিথ্যা, অন্যায় দেখিয়া ক্ষুব্ধ হইয়াছেন বলিয়া প্রকাশ করেন এবং মিথ্যা, অন্যায়, অবিচার দূর করিতেই সত্যকার স্বরাজ আনিতে চাহেন বলিয়া কখনো মহাত্মার দোহাই দিয়া, কখনো উপনিষদ আওড়াইয়া স্পর্দ্ধা প্রকাশ করেন, তাঁহারা নির্ব্বিচারে কেমন নির্জ্জলা মিথ্যাচারকে স্বরাজ লাভের উপায় বলিয়া ধরিয়া নিয়াছেন, তাহা দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। বাঙ্গলার স্বরাজ্যদল ও সেই দলের কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা কুমিল্লার অখিল বাবুর কাউন্সিল প্রবেশ ব্যাপারে যে নীতি অবলম্বন করিয়াছেন, যে সত্যপ্রিয়তা দেখাইয়াছেন, তাহা শুধু এই স্বরাজ্যদলের নহে, জাতিরও কলঙ্কের কথা। এতখানি অযোগ্যতা ও মিথ্যা-প্রীতি লইয়া বড় কথা আর না বলাই ভাল, বরং "মৌন হ'য়ে থাক, সসঙ্কোচে লাজে।"

কুমিল্লার অখিল বাবু স্বরাজ্য পার্টির কাউন্সিল অভিযানের কেলেঙ্কারীর কথা গত ২৩শে অক্টোবরের 'সার্ভেণ্টে' সবই প্রকাশ করিয়াছেন।

তাহাতেই প্রকাশ, অখিল বাবুকে স্বরাজ্যদলের পক্ষ হইতে মনোনীত করা হইয়াছে বলিয়া প্রথমে তাঁহাকে জানানো হয়। মিঃ দাশও সংবাদ-পত্রে প্রকাশার্থ সেই সংবাদ তাঁহার নামে সহি করিয়া পাঠান। কিন্তু এক অজ্ঞাত কারণে (মিঃ দাশেরও অজ্ঞাতে) তাঁহার কোনও সহকারী মিঃ দাশের নামটি কাটিয়া দেন। অখিল বাবুর পক্ষ হইতে জানানো হয় যে, অখিল বাবুই স্বরাজ্যদল কর্ত্তৃক কাউন্সিল-দ্বন্দ্বে দাঁড়াইবার জন্ম মনোনীত হইয়াছেন। স্বরাজ্যদলের পূর্ব্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ীই ইহা জানানো হয়। কিন্তু স্বরাজ্য অফিস হইতে ইহার প্রতিবাদ করা হয়। অর্থাৎ অখিল বাবু মনোনীত হইয়াছেন বলিয়া অস্বীকার করেন। মিঃ দাশের সঙ্গে ইহার পরেই অখিল বাবুর দেখা হয়, তিনি মিঃ দাশকে যখন এই ব্যাপার জানান, তখন মিঃ দাশ স্বীকার করেন যে, তাঁহাকেই (অখিল বাবুকে) মনোনীত করা হইয়াছে। স্বরাজ্যদলের পক্ষ হইতে হেমন্ত বাবু যে প্রতিবাদ করিয়াছেন, তাহা মিঃ দাশ জানেন না, ইহা মিথ্যা এবং মিঃ দাশের অবর্ত্তমানে করা হইয়াছে। এই প্রতিবাদ করার ক্ষমতা হেমন্ত বাবুর নাই। অখিল বাবু লিখিতেছেন :—

"I had a personal interview with Mr. Das who admitted to me that the nomination had in fact been made in my favour and that Hemanta Babu's contradiction was incorrect and unauthorised and it was made in his absence at Delhi."

পরে অখিল বাবু যখন স্বরাজ্য অফিসের এই রকম মিথ্যা, দায়ীত্বহীনতা ও খামখেয়ালীর কথা উল্লেখ করিলেন, তখন মিঃ দাশ যাহা বলিলেন, তাহা অখিল বাবুর কথায় প্রকাশ করিতেছি :—

"A faint effort was made by Mr. Das to support. this most extraordinary action of his office which he

said was due to the fact that some Swaraja people were displeased with me for not sending 43 delegates from Tippera to Delhi Congress at my own cost which would approximately amount to four thousand rupees."

মিঃ দাশ অখিল বাবুকে জানাইয়াছেন যে, আপনি ৪৩ জন প্রতিনিধি নিজের খরচায় দিল্লী কংগ্রেসে পাঠান নাই বলিয়া স্বরাজ্যদলের অনেকে আপনার উপর বিরক্ত হইয়াছেন। মিঃ দাশও কি সেইজন্য বিরক্ত হইয়াছেন। হইলে, জাতির ও দেশের দুর্ভাগ্য হইয়াছে কিনা জানি না, তবে অখিল বাবু লিখিতেছেন :—

"Mr. Das himself told me that he would sell some seats in lieu of money to be paid by the nominated candidates."

টাকার বিনিময়ে চিত্তরঞ্জন কতকগুলি নির্ব্বাচনের 'সিট্' বিক্রয় করিতে চাহেন, দুর্গতি বই কি? বিচার বিক্রয়, উপাধি বিক্রয়, টাকার প্রতাপে কত মিথ্যার ক্ষণিক জয়-জয়কার দেখিয়া দেশশুদ্ধ লোক, সংবাদ-পত্র-ওয়ালারা সকলে সমস্বরেই দুঃখ প্রকাশ করি, কিন্তু ত্যাগী চিত্তরঞ্জন, মহাত্মার সত্যাগ্রহপন্থার ত্যাগী পথিক চিত্তরঞ্জন, স্বরাজ্যদলের একচ্ছত্র সম্রাট চিত্তরঞ্জন টাকার বিনিময়ে নির্ব্বাচন-প্রার্থীকে সাহায্য করিবেন। একথা বিশ্বাস করিতেও দুঃখ হয়। ইহার রাজনৈতিক ব্যাখ্যাই দাও, আর আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যাই দাও, এই কথা বলিবই, চিত্তরঞ্জন ইহা অপেক্ষা রাজনীতিতে যোগ না দিয়া, নিজের বিপুল অর্থদ্বারা দরিদ্রের উপকার ও শিক্ষার প্রসার এবং নানা সৎকর্ম্মের উৎসাহদাতারূপে থাকিয়া দেশের হিত করিলে ঢের ভাল করিতেন।

স্বরাজ্যদল অর্থের জন্যই যে ভোটপ্রার্থীদের সাহায্যে অগ্রসর হইয়াছেন, তাহা নিম্নের টেলিগ্রাম হইতেও প্রকাশ পাইবে।

৮ই সেপ্টেম্বর মিঃ সেনগুপ্ত অখিল বাবুকে টেলিগ্রাম করিয়াছেন :—

Now you finally selected Swaraja Candidate, Das and party expect you pay expenses Delegates from Comilla who cannot afford. Otherwise future difficulties.

মিঃ সেনগুপ্ত ও জানিতেন যে, ডেলিগেট পাঠাইবার টাকা না দিলেই, অখিল বাবুর ভবিষ্যৎ অন্ধকার। শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুও ঠিক এই মর্ম্মেই অখিল বাবুকে টেলিগ্রাম করিয়াছিলেন। টাকা পাঠাও নতুবা, "Refusal will be exceedingly dis·ppointing."

শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দত্ত স্বরাজ্য পার্টিকে টাকা দিয়াছেন, অখিল বাবু দেন নাই, তাই স্বরাজ্য পার্টি ইন্দু বাবুকেই বরণ করিয়াছেন। ইহার পর স্বরাজ্যদল যখন তারস্বরে সভাসমিতিতে 'জনসাধারণের' উদ্দেশে ঘোষণা করিবেন "যোগ্য লোককেই দেশের খাতিরে ভোট দিও," তখন জনসাধারণ তাঁহাদের এই পূর্ব্ব বর্ণিত 'ঘুষের' ব্যবস্থার কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাদের কোনও কথায় শ্রদ্ধা দেখাইতে পারিবে কি ? এই দোষ কাহাদের—ঘরের না বাহিরের ?

স্বরাজ্যদলের কীর্ত্তি।

অখিল বাবুর পত্র।

(বসুমতী)

কুমিল্লা হইতে শ্রীযুত অখিলচন্দ্র দত্ত যে পত্র লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি বলেন, তিনি ও শ্রীযুত ইন্দুভূষণ দত্ত উভয়েই স্বরাজ্যদলের প্রার্থী হইয়া ত্রিপুরা অমুসলমান নির্ব্বাচনকেন্দ্র হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য হইতে চাহেন। শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশ বলেন, যখন প্রকৃত কাজ লেজিস-

লেটিভ এসেম্ব্লীতে হইবে, তখন তিনি তথায় যাইলেই ভাল হয়। আগষ্ট মাসের মধ্যভাগে তিনি স্পষ্ট জানান, তিনি এসেম্ব্লীতে যাইতে চাহেন না!—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচিত হইতে চাহেন। প্রায় ৩ সপ্তাহ পরে তাঁহাকে জানান হয় স্বরাজ্যদল তাঁহাকেই সে দলের পক্ষ হইতে প্রার্থী ঘোষণা করিলেন। দাশ মহাশয় তাঁহার সহকারী শ্রীযুত হেমন্তকুমার সরকারকে সে ঘোষণা করিয়া দিতে আদেশ করিলে সে ঘোষণা যে ভাবে প্রকাশিত হয়, তাহাতে দাশ মহাশয়ের স্বাক্ষর ছিল না এবং তাহা অখিল বাবুর নিবেদন বলিয়াই মনে হয়। শ্রীযুত সত্যেন্দ্রনাথ মিত্র এই ভ্রম সংশোধন করিবার জন্য হেমন্তকুমারকে অনুরোধ করিলেও তিনি সে অনুরোধ অনুসারে কাজ করেন নাই! পরন্তু কুমিল্লা হইতে যখন সংবাদ প্রকাশিত হয় যে, অখিল বাবুই স্বরাজ্যদলের তরফে প্রার্থী, তখন হেমন্ত বাবু তাহার প্রতিবাদ করেন। কিন্তু তাহার পূর্ব্বেই মিষ্টার যতীন্দ্রমোহন সেন গুপ্ত ও মিষ্টার সুভাষচন্দ্র বসু অখিল বাবুকে তার করিয়াছিলেন যে, তিনিই স্বরাজ্যদলের প্রার্থী স্থির হইয়াছেন।

পরে অখিল বাবু যখন দাশ মহাশয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এসব কথা বলেন, তখন দাশ মহাশয় বলেন, অখিল বাবুই নির্ব্বাচিত হইয়াছেন, তবে তিনি যখন দিল্লীতে ছিলেন, সেই সময় তাঁহার বিনানুমতিতে হেমন্তকুমার সে সংবাদের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু দাশ মহাশয় বলেন অখিল বাবু ৪ হাজার টাকা খরচ করিয়া দিল্লীতে কংগ্রেসে ৪৩ জন প্রতিনিধি লইয়া না যাওয়ায় স্বরাজ্যদলের অনেকে তাঁহার উপর বিরক্ত হইয়াছেন!

তিনি তখনও বলেন, অখিল বাবুর এসেম্ব্লীতে যাইলেই ভাল হয়, কারণ সেখানেই ভাল লোকের অধিক প্রয়োজন—বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় তৃতীয় শ্রেণীর লোক পাঠাইলেও ক্ষতি হইবে না। ইন্দু বাবু ২।৪টা

সরকারী প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিতে পারেন বটে, কিন্তু তদপেক্ষা উচ্চে উঠেন নাই। কার্য্যকালে কিন্তু দাশ মহাশয় অখিল বাবুকে বাদ দিয়া ইন্দুভূষণ বাবুকেই দলের প্রার্থী নির্ব্বাচিত করিয়াছেন।

অখিল বাবু তাঁহার পত্রে কয়টি বিষয় দেখাইয়াছেন :—

(১) মিষ্টার যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত টেলিগ্রাফ করেন—

"আপনাকেই স্বরাজ্যদলের প্রার্থী স্থির করা হইয়াছে। দাশ ও তাঁহার দল আশা করেন, কুমিল্লার যে সব প্রতিনিধি খরচ করিয়া দিল্লীতে যাইতে পারিবেন না, আপনি তাঁহাদের খরচ দিবেন। নহিলে ভবিষ্যতে গোল বাধিবে।"

(২) শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু টেলিগ্রাফ করেন—

"আপনাকে স্বরাজ্যদলের প্রার্থী করা হইয়াছে। আমরা আশা করি, আপনি দিল্লী কংগ্রেসে ত্রিপুরার প্রতিনিধিদিগকে লইয়া যাইবেন। নহিলে বড় হতাশ হইব।"

(৩) শ্রীযুত বসন্তকুমার মজুমদার বলিয়াছিলেন, ইন্দু বাবুর সঙ্গে তাঁহার এই সর্ত্ত স্থির হইয়াছিল যে, অখিল বাবু এসেম্ব্লীতে যাইতে স্বীকার করিলে ইন্দু বাবু নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে যে খরচ করিতেন, স্বরাজ্যদলকে তাহা দিবেন।

(৪) দাশ মহাশয় অখিল বাবুকে বলিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট তাঁহারা যে টাকা পাইবার আশা করিয়াছিলেন, তাহা না পাওয়ায় স্বরাজ্যদল অসন্তুষ্ট হইয়াছেন।

(৫) ইন্দু বাবু স্বরাজ্যদলকে—বিশেষ দিল্লী কংগ্রেসে প্রতিনিধি পাঠাইবার জন্য টাকা দিয়াছেন!

(৬) খাস দাশ মহাশয় অখিল বাবুকে বলিয়াছিলেন, তিনি কতকগুলি স্থানে টাকা লইয়া প্রার্থী মনোনয়ন করিবেন।

অখিল বাবুর এই উক্তির পরও কি বাঙ্গালার ভোটাররা এই স্বরাজ্য-

দলের মার্কামারা নির্ব্বাচন-প্রার্থীদিগকে ভোট দিবেন? যে দলের গোড়ায় এই ব্যাপার, সে দলের শেষে কি দাঁড়াইবে, তাহাও সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। এই দলের নির্ব্বাচন-ব্যাপারে আরও অনেক কথা আমরা অবগত হইয়াছি—ক্রমে সে সকল প্রকাশ করিব। তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সিট বেচিয়া মোট কত টাকা স্বরাজ্যদলের ভাণ্ডারে আসিয়াছে?

Swaraj Party Politics.

AKHIL BABU LIFTS A CORNER.

To The Editor, the "Servant."

Sir,

Allow me to say a few words in connection with the nomination of a Swarajya candidate for the Tippera Non-Mahomedan constituency. I have offered myself for election to the Bengal Council. So has Babu Indu Bhusan Datta. We both wanted Swarajya nomination. It was, however, suggested to me by Mr. C. R. Das that I might stand for the Assembly as the whole constitutional fight would be there. But in the middle of August last I wrote to Mr. Das that it should be distinctly understood that I was a candidate for the Bengal Council and would not stand for the Assembly. Mr. Das seems to have been labouring under some misconception and wired to me inquiring if I was changing my attitude In reply thereto I wired again to Mr. Das emphasising that my attitude was unaltered and that I wanted nomination for the Bengal Council

সরকারী প্রস্তাবের প্রতিবাদ করিতে পারেন বটে, কিন্তু তদপেক্ষা উচ্চে উঠেন নাই। কার্য্যকালে কিন্তু দাশ মহাশয় অখিল বাবুকে বাদ দিয়া ইন্দুভূষণ বাবুকেই দলের প্রার্থী নির্ব্বাচিত করিয়াছেন।

অখিল বাবু তাঁহার পত্রে কয়টি বিষয় দেখাইয়াছেন :—

(১) মিষ্টার যতীন্দ্রমোহন সেনগুপ্ত টেলিগ্রাফ করেন—

"আপনাকেই স্বরাজ্যদলের প্রার্থী স্থির করা হইয়াছে। দাশ ও তাঁহার দল আশা করেন, কুমিল্লার যে সব প্রতিনিধি খরচ করিয়া দিল্লীতে যাইতে পারিবেন না, আপনি তাঁহাদের খরচ দিবেন। নহিলে ভবিষ্যতে গোল বাধিবে।"

(২) শ্রীযুত সুভাষচন্দ্র বসু টেলিগ্রাফ করেন—

"আপনাকে স্বরাজ্যদলের প্রার্থী করা হইয়াছে। আমরা আশা করি, আপনি দিল্লী কংগ্রেসে ত্রিপুরার প্রতিনিধিদিগকে লইয়া যাইবেন। নহিলে বড় হতাশ হইব।"

(৩) শ্রীযুত বসন্তকুমার মজুমদার বলিয়াছিলেন, ইন্দু বাবুর সঙ্গে তাঁহার এই সর্ত্ত স্থির হইয়াছিল যে, অখিল বাবু এসেম্ব্লীতে যাইতে স্বীকার করিলে ইন্দু বাবু নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে যে খরচ করিতেন, স্বরাজ্যদলকে তাহা দিবেন।

(৪) দাশ মহাশয় অখিল বাবুকে বলিয়াছিলেন, তাঁহার নিকট তাঁহারা যে টাকা পাইবার আশা করিয়াছিলেন, তাহা না পাওয়ায় স্বরাজ্যদল অসন্তুষ্ট হইয়াছেন।

(৫) ইন্দু বাবু স্বরাজ্যদলকে—বিশেষ দিল্লী কংগ্রেসে প্রতিনিধি পাঠাইবার জন্য টাকা দিয়াছেন!

(৬) খাস দাশ মহাশয় অখিল বাবুকে বলিয়াছিলেন, তিনি কতকগুলি স্থানে টাকা লইয়া প্রার্থী মনোনয়ন করিবেন।

অখিল বাবুর এই উক্তির পরও কি বাঙ্গালার ভোটাররা এই স্বরাজ্য-

দলের মার্কামারা নির্ব্বাচন-প্রার্থীদিগকে ভোট দিবেন ? যে দলের গোড়ায় এই ব্যাপার, সে দলের শেষে কি দাঁড়াইবে, তাহাও সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। এই দলের নির্ব্বাচন ব্যাপারে আরও অনেক কথা আমরা অবগত হইয়াছি—ক্রমে সে সকল প্রকাশ করিব। তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, সিট বেচিয়া মোট কত টাকা স্বরাজ্যদলের ভাণ্ডারে আসিয়াছে ?

Swaraj Party Politics.

AKHIL BABU LIFTS A CORNER.

To The Editor, the "Servant."

Sir,

Allow me to say a few words in connection with the nomination of a Swarajya candidate for the Tippera Non-Mahomedan constituency. I have offered myself for election to the Bengal Council. So has Babu Indu Bhusan Datta. We both wanted Swarajya nomination. It was, however, suggested to me by Mr. C. R. Das that I might stand for the Assembly as the whole constitutional fight would be there. But in the middle of August last I wrote to Mr. Das that it should be distinctly understood that I was a candidate for the Bengal Council and would not stand for the Assembly. Mr. Das seems to have been labouring under some misconception and wired to me inquiring if I was changing my attitude In reply thereto I wired again to Mr. Das emphasising that my attitude was unaltered and that I wanted nomination for the Bengal Council

and not for the Assembly. Thus I made my position absolutely clear. All this happened in the middle of August. About three weeks later the council of the Swarajya Party nominated me for the Bengal Council in preference to Indu Babu. This decision was wired to me by Mr. Subhash Chandra Bose and again by Mr. J. M. Sen Gupta on the 8th. September last. But it appears that there is a conspiracy against me in the Swarajya office as will appear from the following facts. Mr. Das Asked Babu Hemanta Kumar Sirkar to publish my nomination in the papers. Accordingly the nomination paper was typed and signed by Mr. Das. But through some mysterious agency Mr. Das's signature was omitted and the news was published in such a mutilated form that it was impossible to make out whether that was the decision of the Swarajya Party or only my application for nomination Babu Satyendra Chandra Mitra of Noakhali drew Mr. Das's attention to this state of things and asked Hemanta Babu to make necessary corrections in the announcement. This was not done by Hemanta Babu. What followed is still more startling. Babu Basanta Kumar Mazumdar who has been all along fighting against my nomination requested Mr. Das to cancel it. Mr. Das however did not do so. I say all this on the authority of no other than Mr. Das himself. After this unsuccessful attempt by Basanta Babu to set aside my nomination Babu Hemanta Kumar Sircar contradicted the report of a Comilla correspondent who gave publicity to my nomi-

nation on the strength of the telegrams of Messrs. Subhash Chandra Bose and J. M. Sen Gupta. In the contradiction Hemanta Babu made a positive statement that the matter was still pending and that the nomination had not yet been made. This was a puzzle to us. The Comilla correspondent challenged this contradiction of Hemanta Babu and quoted the telegrams of Messrs Bose and Sen Gupta But there was no further protest from the Swarajya office. After this I had a personal interview with Mr. Das who admitted to me that the nomination had in fact been made in my favour and that Hemanta Babu's contradiction was incorrect and unauthorised and it was made in his absence at Delhi. In fact he said that he knew nothing about this contradiction and he regretted that such a thing had happened. I pointed out to Mr. Das that the contradiction was sent by no other than Hemanta Babu who was in charge of the Election Department. I emphasised the most irresponsible and reprehensible character of such untrue reports from the Swarjya office. A faint effort was made by Mr. Das to support this most extraordinary action of his office which he said was due to the fact that some Swarajya people were displeased with me for not sending 43 delegates from Tippera to Delhi Congress at my own cost which would approximately amount to four thousand rupees Then Mr. Das pressed me to stand for the assembly and wanted to modify his previous decision by nominating me for the Assembly and Indu Babu for

the Bengal Council. In fact he showed me his decision in a paper already typed. It was substantially to the following effect (I am quoting from memory):—

"In a contest between Akhil Babu and Indu Babu for nomination by the Swarajya Party, the question should certainly be decided in favour of Akhil Babu and as a matter of fact the Council of the Swarajya Party did so decide. But having regard to the fact that we want the best of our men for the Assembly and in view of the opinion expressed by the All-India Swarajya Committee at Delhi and in view of his ability and experience we nominate Akhil Babu for the Assembly and Indu Babu for the Council."

I did not agree to this and insisted on my nomination for the Bengal Council. Mr. Das has now thought it fit to set aside the nomination already made by the Council of the Swarajya party in my favour and to nominate Babu Indu Bhusan Dutta in my place. I am indispensable for the Assembly but not fit for the Bengal Council ! I was told by Mr. Das that I was such a strong man that my services were indispensable for the Assembly. He said that he did not care for the Provincial Council and that any third rate man could be sent there. He emphasised my sturdy patriotism and past services. In a telegram to the Tippera Bar Association Mr. Das said that interests of Indian nationatism demanded my election to the Assembly. I suggested that Indu Babu might be sent to the Assembly. But Mr. Das said that Indu Babu might at best oppose some

isolated Government measures but has not yet risen to a higher plane in politics. But in making the actual nomination he brushed aside my claim and gave preference to Indu Babu. The question therefore arises how to explain this most anomalous and autocratic decision of the Swarajya Party and its leader—Mr. C. R. Das. It is suspected that there is a conspiracy against me amongst the Swarajya people. This suspicion is warranted by facts mentioned above and the following may be considered in this connection :—

(1) The text of Mr. Sen Gupta's telegram of the 8th September is very significant :—

"Now you finally selected Swarajya candidate. Das and Party expect you pay expenses Delegates from Comilla who cannot afford. Otherwise future difficulties."

The difficulties anticipated by Mr. Sen Gupta have now cropped up. Obviously Mr. Sen Gupta was in the know.

(2) So also the telegram of Mr. Subhash Chandra Bose :—

"You accepted as candidate by the Swarajya Party. We expect you to take Tipperah Delegates to Delhi Congress. Refusal will be exceedingly disappointing. Please wire reply to 212 Bowbazar Street."

(3) Babu Basanta K. Mazumdar admitted in so many words to some gentlemen here that there was an understanding with Mr. I. B. Dutt that if I could be shunted off to the Assembly and Indu Babu could go uncontested then he (Indu Babu) would pay to the

Swarajya Party all the money he would have to spend in a contest with me.

(4) Mr Das said to me that the Swarajya Party was dissatisfied with me because they did not receive money which they expected from me.

(5) Indu Babu contributed to the Swarajya fund and in particular towards the expenses of delegates which I did not.

(6) Mr. Das himself told me that he would sell some seats in lieu of money to be paid by the nominated candidates.

The following letter to me from Babu Satyendra Chandra Mitra will throw a flood of light on the matter : –

Dated, Noakhali,
The 10th Oct 1923.

My dear Akhil Babu—I am surprised to see in the papers the turn of events that are taking place in connection with your nomination as a Swarajya candidate. I knew positively that Deshabandhu Das in my presence asked Hemanta Babu to declare you as Swarajya candidate from Comilla. The matter was typed and sent to the press with Mr. Das' signature. But curiously enough next day in the press Mr. Das' signature was omitted. I drew Mr. Das' attention to this and also asked Hemanta Babu to make necessary correction in the next issue of the papers. I had talk with Deshabandhu more than dozen times when he always said that if any choice had to be made between

the candidates, undoubtedly Akhil Babu would be the man. He told me how any doubt could arise. Even now I do believe Deshabandhu might request you to go to the other House. But if you decline he would not declare anybody else in preference to you as Swarajya candidate from Comilla. Technically speaking, it is the Provincial Swarajya Committee that can declare candidates and not the President or any other individual. It was settled that the District Swarajists would select their own candidates and except in special cases the Swarajya Provincial Council will accept the District nomination. I am sure if the matter of Comilla candidature would come up regularly and constitutionally before the Provincial body you would be overwhelmingly accepted.

I was laid up with Malarial fever and disease in the eyes. I did not know that Hemanta Babu contradicted in the papers about your selection. I would have been glad to disclose the whole facts and reqnest Deshbandhu to do so. If I recover sufficiently I like to tell the Comilla public everything in this connection and that even Deshbandhu was afraid of Basanta Babu's activities.

I hope this little episode will not injure your cause and you will come out succesful as you fully deserve.

Yours Sincerely

Sd. Satyendra Ch. Mitra.

The above facts speak for themselves. It is not for me to make any comments. I leave it to my

countrymen to draw the legitimate inferences that arise from above.

Yours truly,
AKHIL CH. DUTTA.

Dated Comilla 20th Oct 1923.

'লাভজনক' !

(আনন্দবাজার পত্রিকা)

ত্রিপুরা কংগ্রেস-কমিটির কয়েকজন কর্ম্মচারী, কংগ্রেসের নামে ভোট ভিক্ষার বিজ্ঞাপনে স্বাক্ষর করায়, উক্ত কংগ্রেস-কমিটির সভাপতি শ্রীযুক্ত হরদয়াল নাগ মহাশয় তাহার প্রতিবাদ করিয়া যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা স্থানান্তরে মুদ্রিত হইল।

'স্বরাজ্য পক্ষাশ্রিত রাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারীগণকে' দোষ দেওয়া বৃথা। কংগ্রেসের নীতি ও সিদ্ধান্ত কেমন করিয়া তুড়ীতে উড়াইয়া দিতে হয়, তাহা স্বরাজ্য নেতারা অনুচরদিগকে ভাল করিয়াই শিখাইয়া দিয়াছেন। নীতি-শাস্ত্রের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া ভোট-যুদ্ধ চলে না, তাই কংগ্রেসের দোহাই দিয়া কার্য্যসিদ্ধির চেষ্টা চলিতেছে। ইহা কিঞ্চিৎ 'ন্যায় বিগর্হিত' হইলেও লাভজনক।

লাভজনক হইলে, ঐ প্রকার কার্য্যে স্বরাজ্য দলের যে বিশেষ আপত্তির কারণ নাই, তাহা অখিল বাবুর ব্যাপারেই স্বরাজ্য-দল প্রমাণ করিয়াছেন। 'লাভজনক' হইলে, স্বরাজ্যদল, তাঁহাদের দলভুক্ত নহেন, এমন লোককেও 'ভোট ভিক্ষায়' সাহায্য করিতেছেন।

শ্যামপার্কে নির্ব্বাচন সভা।

(বসুমতী)

উত্তর কলিকাতা নির্ব্বাচনকেন্দ্র হইতে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় সদস্য-নির্ব্বাচন-ব্যাপার লইয়া গত ২৬শে আশ্বিন, শনিবার, শ্যামপার্কে শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশের সভাপতিত্বে এক সভাধিবেশন হইয়াছিল। তাহাতে দাশ মহাশয় ও তাঁহার অনুচরগণ তাঁহাদের দলস্থ প্রার্থী ডাক্তার শশিভূষণ সেন গুপ্তকে ভোট দিবার জন্য ভোটারদিগকে উপদেশ দেন। সভায় ১নং ওয়ার্ডের অধিবাসী শ্রীযুত প্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এক বক্তৃতা করেন। তিনি বলেন—

"স্বরাজ্যদল যে কার্য্যে ব্রতী হইয়াছেন, তাহাতে যদি কোন প্রতিবাদ হয়, তবে সাদরে বুক পাতিয়া সেই প্রতিবাদ গ্রহণ করিয়া অবশ্যই তাঁহারা শক্তির পরিচয় দিবেন। কতকগুলি কথা বলিবার আছে এবং সেগুলি অপ্রিয় হইলেও প্রকাশ করিবার অনুমতি প্রার্থনা করিতেছি। যে সভায় দেশবন্ধু সভাপতি, সে সভায় আমার মত নগণ্য ব্যক্তির বক্তৃতা করা ধৃষ্টতা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে; কিন্তু স্বর্গেও ছুঁচো থাকে, তাই আশা করি, আপনারা আমাকে ক্ষমা করিবেন।

* * * * *

"দেশবন্ধুর কথা, যতীন্দ্র বাবু যখন শ্রীযুত ভূপেন্দ্রনাথ বসুর ভ্রাতুষ্পুত্র, তখন তিনি সরকারের স্বার্থহানিকর কোন কাজ করিতে পারেন না; কৃষ্ণলাল বাবু সরকারী পেন্‌সনার—সুতরাং ঐ দলভুক্ত। অতএব দেশবাসীর কর্ত্তব্য, চোখের ডাক্তার বাবুকে ভোট দেওয়া। তিনি কৃষ্ণলাল বাবুকে বলিয়াছেন, এই চক্ষু চিকিৎসকটি দেশের লোকের দৃষ্টি খুলিয়া দিবেন। তাঁহাকেই নির্ব্বাচিত করিবার আর এক কারণ, দরকার হইলে

তিনি জেলে যাইবার ক্ষমতা রাখেন এবং যতীন্দ্র বাবুর ও কৃষ্ণলাল বাবুর সে ক্ষমতা নাই। অতএব দেশবাসী তাঁহাকে সমর্থন করুন। * * *

"আমরা মডারেট দলের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারি। মহাত্মা গন্ধীর প্রদর্শিত পথও চিনিতে পারি; কিন্তু না হিন্দু, না মুসলমান, না পীর না মুস্কিল আসান, এই স্বরাজ্যদলের যুক্তি বুঝিতে পারি না। তাঁহাদের যুক্তির ধারা দেখিলে ভয় হয়, বুঝি দেশবাসীর বিপদ আসন্ন। অথচ ইহারা প্রতিবাদ সহ্য করিতে পারেন না। বর্ষায় ডোবার অনেক ব্যাঙাচির উদ্ভব হয়—কিন্তু লেজ খসিলে তীরে উঠিয়া তাহারা ভেকরূপে কোন্ গর্ত্তে আশ্রয় লইবে, কে বলিতে পারে? কাজেই বক্তৃতার উচ্ছ্বাসে বিচলিত না হইয়া স্থিরবুদ্ধিতে কাজ করাই দেশবাসীর কর্ত্তব্য।

"আর একটি কথা—গুরুনির্দ্দিষ্ট পথ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করিয়া যিনি আপনার মতই সংশোধিত মত বলিয়া প্রচারে প্রয়াসী হন, দেশের এই দুর্দ্দিনে তাঁহার কথায় কতটা আস্থা স্থাপন করা যায়? দেশবাসী স্বরাজ্য ল্যাবরেটরীর গিনি পীগ নহে যে, তাহাদের উপর পরীক্ষার ইন্‌জেকশন চলিবে আর স্বরাজ্যদল দেশভক্তির বাহবা লইবেন। অমৃত বাবুর 'তরু-বালার' বেণীদাদাও একদিন ধুনী জ্বালাইয়া বড় রকম অভিনয় করিয়াছিলেন। যে ব্যাপারে জাতির জীবনমরণ নির্ভর করিতেছে, তাহাতে দেশবাসীকে বিশেষ সাবধান হইতে হইবে। দেশের জন্য কে কতক্ষণ ভাবিয়া থাকেন?

"আপনারা কি আসাম-বেঙ্গল রেলকর্ম্মচারীর "আত্মকাহিনী" পড়িয়াছেন? শত শত লোক বক্তৃতার বহ্নিতে পতঙ্গবৎ প্রাণ দিয়াছে! আমরা তাহাদের কথা জানি—সেই মর্ম্মভেদী কাহিনী পাঠ করিয়াছি। সেই অন্নহীন, বস্ত্রহীন, আশ্রয়হীন, নিরীহ সরলবিশ্বাসীদের আর্ত্তনাদ যে আজও বাঙ্গলার চারিদিকে ধ্বনিত হইতেছে। যিনি তাহাদিগকে এই

অবস্থায় আনিয়াছিলেন, তিনি আত্মসম্ভ্রম ও লজ্জা পরিহার করিয়া দেশবন্ধুর সমর্থনে আবার ব্যারিষ্টারী করিতেছেন, আবার ব্যবস্থাপক সভায় যাইতে চাহেন ! ধন্য স্বরাজ্যদল।

"এ যেন রঙ্গালয়ে বুদ্ধদেবের অভিনয়—বুদ্ধদেব 'দেহ বলি মোরে' বলিতেছেন—দর্শকবৃন্দ অশ্রুবিসর্জ্জন করিতেছেন। তাহার পর টং— যবনিকা পতন। তাহার পরই সেই দর্শকরা সম্মুখে হোটেলে ঢুকিয়া পাঁঠার নাড়ীর চপ খাইতেছেন ! শুনিতে ভাল কিন্তু এ সব অভিনয় ত কেবল বিজ্ঞাপনের জন্য। এ সব বৈঠকের ব্যবস্থা চমৎকার—

'নিত্যানন্দ পাঁঠা কাটে চৈতন্য ধরে মুড়ি,
মনের আনন্দে অদ্বৈত যান গড়াগড়ি !

"যতদিন তিলক-স্বরাজ্য তহবিলের হিসাব প্রকাশিত না হইতেছে, ততদিন কি স্বরাজ্যদলের কাজের সমর্থন সম্ভব ? জেলে যাওয়া ! সে ত আজকাল ছেলেদের মর্ণিংস্কুলের মত হইয়াছে। জেলের মধ্যে ইলেকট্রিক পাখার বিশেষ তদ্বিরের কথাও আমরা জানি—দাশরথির ব্যাপারও জানি। মুর্গীর ঝোলের হবিষ্যান্ন ভোজন ব্রহ্মচর্য্য নহে !"

এই বক্তৃতার পর শ্রোতাদের কেহ কেহ উত্তেজিত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং বক্তার লাঞ্ছনার চেষ্টাও করিতে ত্রুটি করেন নাই। সে-ও কি অহিংসা, না প্রতিবাদে অসহিষ্ণুতার পরিচয় ?

ব্যবস্থাপক সভা।

বসুমতী—২৮শে আশ্বিন, ১৩৩০।

এবার পূজার সময়েও ব্যবস্থাপক সভায় নির্ব্বাচনপ্রার্থীদিগের বিশ্রামের অবকাশ নাই—কেন না, এ দায়—কন্যাদায় অপেক্ষাও ভীষণ। যাঁহারা বৎসর বৎসর এ সময় "হাওয়া খাইতে" বাহির হইয়া থাকেন,

তাঁহারাও সে মামুলী বাস ছাড়িয়াছেন। আবার এবার নির্ব্বাচনের দ্বন্দ্বটাও প্রবল। কেন না, স্থানে স্থানে স্বরাজ্যদলের নাম করিয়া কোন কোন প্রার্থী খাড়া হইয়াছেন। স্বরাজ্যদলের সভাপতি শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশ প্রথমেই দেশের লোকের কাছে নিবেদন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের দলের লোক ছাড়া যেন আর কোন প্রার্থীকে ভোট দেওয়া না হয়। কিন্তু তাঁহার দলের কয়জন প্রার্থী নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হইয়াছেন? * * *

স্বরাজ্যদলের নেতা স্বয়ং নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়েন নাই, ইহাও লক্ষ্য করিবার বিষয় বটে।

গত শুক্রবারে কলিকাতা বিডন বাগানে ও শনিবারে শ্যামপার্কে স্বরাজ্যদলের সভা হইয়াছিল। উভয় সভাতেই শ্রীযুত চিত্তরঞ্জন দাশ স্বয়ং সভাপতি ছিলেন। সভায় দাশ মহাশয় তাঁহার দলের নির্ব্বাচনপ্রার্থী ডাক্তার সেনকে ভোট দিবার জন্য লোককে অনুরোধ করেন। তিনি নাকি বলিয়াছিলেন, আর দুইজন প্রার্থীর মধ্যে একজন—শ্রীযুত যতীন্দ্রনাথ বসু—ভূপেন্দ্র বাবুর ভ্রাতুষ্পুত্র, আর একজন—শ্রীযুত কৃষ্ণলাল দত্ত—বহুকাল সরকারী চাকরী করিয়াছেন। তাঁহারা দরকার হইলে কারাগারে যাইতে প্রস্তুত নহেন—ডাক্তার সেন প্রস্তুত। সভায় একজন শ্রোতা এই যুক্তির প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছিলেন, যতীন্দ্র বাবু ও কৃষ্ণলাল বাবু উভয়েই পাড়ার লোকের পরিচিত; তাঁহাদের দোষ গুণ তাহারা জানে। কিন্তু ডাক্তার সেন রাজনীতিক্ষেত্রে নবাগত; কেবল কি দাশ মহাশয়ের কথাতেই লোক বিচারবুদ্ধি পরিহার করিয়া তাঁহাকে ভোট দিবে? যে সরিশা দিয়া স্বরাজ্যদল ভূত তাড়াইতে চাহেন, সেই সরিশাই যে ভূতে পাওয়া নহে, তাহা কে বলিবে? স্বরাজ্যদল কি করিয়াছেন—দেশের কোন হিতকর অনুষ্ঠান তাঁহাদিগের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইয়াছে যে, আজ দেশের লোক মহাত্মার নির্দ্দেশ ত্যাগ করিয়া তাঁহাদের নির্দ্দেশানুযায়ী কাজ করিতে

প্রস্তুত হইবে? স্বরাজ্যদল কোন্ অধিকারে আজ দেশের লোককে এমন কথা বলিতে পারেন যে, তাঁহাদের নির্দ্ধারণই শিরোধার্য্য করিয়া তাহারা ভোট দিবে? জেলে যাওয়াই কি নির্ব্বাচনে যোগ্যতার একমাত্র কষ্টিপাথর? সভায় এই বক্তা আসাম-বেঙ্গল রেলপথে ধর্ম্মঘটের কথা তুলিয়া বলিয়াছিলেন, যিনি তখন শত শত কর্ম্মচারীকে ধর্ম্মঘট করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন, তিনি দাশ মহাশয়ের অনুমতি লইয়া পুনরায় ব্যারিষ্টারি করিতেছেন। কিন্তু শত শত কর্ম্মচারী তাঁহারই কথায় অন্নহীন হইয়াছে।

এবার নির্ব্বাচনদ্বন্দ্বে একদিকে স্বরাজ্যদল—আর একদিকে মডারেট বা লিবারলদল। লিবারলদল প্রথমাবধি ব্যবস্থাপকসভা-বর্জ্জনের বিরোধী ছিলেন। তাঁহারা নির্ব্বাচনপ্রার্থী হইবেন, তাহাতে বিস্ময়ের কোন কারণ নাই। বিস্ময়ের কারণ ঘটাইয়াছেন, স্বরাজ্যদল। তাঁহারা কংগ্রেসের নাম ব্যবহার করিয়া ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিবার জন্য যে উদ্যম—উৎসাহ ও অর্থব্যয় করিয়াছেন, তাহা যদি কংগ্রেস নির্দ্দিষ্ট গঠনকার্য্যে ব্যয়িত হইত, তবে সত্যসত্যই অনেক কাজ হইত। স্বরাজ্যদলের কাজে সে কাজের উন্নতি প্রহত হইয়াছে।

স্বরাজ্যদলের পক্ষ হইতে যে সর্ব্বত্র নির্ব্বাচক দাঁড় করাইতে পারেন নাই, তাহাতেই সে দলের জনবলের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। নির্ব্বাচনে তাঁহাদের কয়জন সাফল্যলাভ করেন অর্থাৎ কয়জন ধোপে টি-কেন—তাহা দেখিলেই সে দলের প্রভাব বুঝা যাইবে।

বর্ত্তমান অবস্থায় ব্যবস্থাপক সভার মধ্য হইতে অসহযোগ করা ছেলে ভুলান কথা। সহযোগ ও অসহযোগ এতদুভয়ের মধ্যে কোন পথ নাই। সেই জন্যই অসহযোগের প্রবর্ত্তক মহাত্মা গন্ধী অসহযোগীদিগকে ব্যবস্থাপক সভা বর্জ্জন করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন এবং আমাদের বিশ্বাস, এবারও অনেক ভোটার তাঁহার সেই নির্দ্ধারণানুসারেই কাজ করিবেন।